সংবাদ

তারিখ ..... 8 MAY 2009
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...৫...

পাবলিক ভার্সিটির সংখ্যা বাড়ানো হবে : মেনন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সংসদে শিক্ষা বিষয়ক কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেছেন, দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন হচ্ছে শিগগিরই। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে পর্যালোচনা চলছে বলে জানান তিনি।

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গতকাল নাগরিক মৈত্রী আয়োজিত 'তরুণ ভোটারদের প্রত্যাশা ও জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে একটি যুগোপযুগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এছাড়া অবিলম্বে নদী উন্নয়ন নীতিমালাও

হবে : পৃ: ২ কলাম ৫

হবে : বাড়ানো

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান তিনি।

বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় জাতীয় সংসদ সদস্য ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, এডভোকেট সানজিদা খাতুন, ছাত্রনেতা আরিফুল বারী হেলাল, নাগরিক মৈত্রীর ড. এএসএম আতীকুর রহমান, ডা. রশীদ-ই মাহবুব প্রমুখ অংশ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরিন গোলটেবিল আলোচনার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন চিন্তায় তরুণদের সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। আলোচনায় তরুণ প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষার পরিবেশ উন্নতকরণ, তরুণ সমাজের নিরাপত্তাসহ বেশ কিছু বিষয়ে সরকারের কাছে দাবি জানায়।

রাশেদ খান মেনন বলেন, তরুণরা সকালের সূর্যের মতো। তাদের ওপরই নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ। এজন্য দেশের তরুণ সমাজকে আরও বেশি রাজনীতি ও সমাজসচেতন হতে হবে। তিনি বলেন, শুধু ব্যবস্থার পরিবর্তন করে কোন লাভ হবে না। সবার আগে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তা না হলে কোন কিছুরই উন্নয়ন সম্ভব হবে নয়। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, সত্যিকারের দিন বদলের জন্য মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানোর আহ্বান জানান তিনি।